যুগান্তর

তারিখ: 04 FEB 2016
পৃষ্ঠা: ১৮ কলাম: ৬

কুষ্টিয়ায় বর্ডার গার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ

পিতার অপরাধে ছেলেকে স্কুল ছাড়তে বাধ্য করায় তোলপাড়

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ায় পিতার অপরাধের কারণে মেধাবী শিক্ষার্থীকে স্কুল থেকে বাধ্যতামূলক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটির জন্ম দিয়েছে কুষ্টিয়ার মিরপুরের বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। অমানবিক এ ঘটনার শিকার আকাশ কুমার ওই স্কুলের দশম শ্রেণীর একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনার কুষ্টিয়াজুড়ে ব্যাপক তোলপাড় চলছে। এ ঘটনায় সুশীল সমাজের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলছেন, বিষয়টি চরম অমানবিক এবং আইনের পরিপন্থীও বটে। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় অভিযুক্ত হওয়ায় ২০১১ সালে পিতা বাবু বিশ্বাসকে বিডিআর থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়। বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হলেও তিনি নিয়মিত রেশন ও পেনশন পেয়ে আসছেন। এ ঘটনায় প্রায় চার বছর পর ৩ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ করেই বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় অভিযুক্ত বাবু বিশ্বাসের ছেলে মিরপুরের বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র আকাশ কুমারকে বিদ্যালয় থেকে বাধ্যতামূলক ছাড়পত্র প্রদান করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছাড়পত্র প্রদানের সময় আকাশ কুমারকে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির সন্তানকে তারা এ স্কুলে পড়ার সুযোগ দেবেন না। বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নের সিও এবং মিরপুর বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালনা কমিটির সভাপতি লে. কর্নেল আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে। 'নিরাপত্তাজনিত কারণে' ওই ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। তবে ওই ছাত্র বিদ্যালয়ের কী ধরনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছিল এ প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে তিনি বলেন, উপরের লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ীই ওই ছাত্রকে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। বাবার অপরাধে ছেলেকে শাস্তি দেয়া যায় এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি।' এ বিষয়ে কোনো রিপোর্ট প্রকাশ না করার জন্য তিনি এ প্রতিবেদককে অনুরোধ জানান। মিরপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জুলফিকার হায়দার জানান, ওই স্কুলটি বিজিবি দ্বারা পরিচালিত হয়। পিতার অপরাধে ছেলেকে কোনোভাবেই শাস্তি দেয়া যায় না। এটা চরম অন্যায় এবং অনৈতিক। তিনি বলেন, এ বিষয়ে তিনি ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান রবিউল হকের কাছে জানতে চাইলে রবিউল হক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে তাকে জানান, বিষয়টি অনৈতিক মনে করেই তারা ওই ছাত্রকে ছাড়পত্র প্রদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি ছাড়পত্র প্রদান করতে বাধ্য হয়েছেন। ইউএনও আজাদ জাহান বলেন, এ বিষয়টি আমার নজরে আসেনি। ওই স্কুলটি বিজিবি দ্বারা পরিচালিত। এ বিষয়ে যদি তাদের কোনো কিছু করণীয় থাকে তাহলে তিনি তা করবেন বলে জানান।